গাইবান্ধার কচুয়াহাট বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত শিক্ষামেলার সাংস্কৃতিক পর্বে নৃত্য পরিবেশন করে একজন শিক্ষার্থী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামেলা: বিশিষ্টজনদের অভিমত

আজকের এই শিক্ষামেলায় প্রত্যেক শিক্ষকের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এ রকম শিক্ষামেলা উপজেলার সকল ইউনিয়নে, সকল গ্রামে আয়োজন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন ঘটবে এবং শিক্ষামেলা আরো ফলপ্রসূ হবে। আমি আজ যে স্টলগুলো পরিদর্শন করলাম সেগুলোতে শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন উপকরণসহ নানাবিধ শিক্ষা উপকরণ স্থান পেয়েছে। শ্রেণিকক্ষে এসব উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত হলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

- এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি
ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শিক্ষার আলো আরও বেগবান করতে প্রতিটি গ্রামে শিক্ষামেলার আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষ সচেতন হবে, শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হবে। বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে। সরকারের এ বিনিয়োগ কাজে লাগিয়ে শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষামেলা আয়োজন করায় আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

- ফরহাদ হোসেন
সদস্য, মেহেরপুর-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

এ রকম কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূলের শিশুরা সুশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। আজ এই অনুষ্ঠানে এসে কেবল শিশুরাই আনন্দিত নয়, এ আনন্দ সর্বমহলে প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো এগিয়ে নিতে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার এ ধরনের কর্মসূচি সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবিদার। আজকের অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে অভিভাবকরা সচেতন হবে, যা উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। এ ধরনের মেলা প্রতি বছর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে আয়োজন করার আহ্বান জানাই।

- গাজী ম. ম. আমজাদ হোসেন মিলন
সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শিক্ষামেলায় বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি

বক্তব্য রাখছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন সিরাজগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য গাজী ম. ম. আমজাদ হোসেন মিলন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশের অনেক মানুষ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। যারা অবহেলিত রয়েছে তাদের খুঁজে বের করে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে হবে। যারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে তাদের ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারি। সকল বিদ্যালয়ের শিশুদের খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। কারণ, খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে, সৃজনশীলতা বিকাশের পথ সুগম হবে। এ ধরনের শিক্ষামেলা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কমিউনিটির সকলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নতুন ধারণার সূচনা হলো।

- আশরাফুল আলম খান
চেয়ারম্যান, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

আজকের এই শিক্ষামেলা আয়োজন করা হয়েছে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য। এই মেলায় একটি বার্তা লেখা রয়েছে– 'ছেলে-মেয়ের বিভেদ নাই, সবার জন্য শিক্ষা চাই'। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে এ বৈষম্য দূর করতে পারলেই সমাজ থেকে সকল ধরনের বৈষম্য বিতাড়িত করা সম্ভব হবে। আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মানুষ এখনো নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়ে তেমন একটা সচেতন নন। শিক্ষামেলা আয়োজনের ফলে সচেতনতা বাড়বে এবং এ ইউনিয়নের হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। আমি তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষামেলা আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই।

- হোসনে আরা বেগম লুৎফা
উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, পূর্বধলা, নেত্রকোনা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এভাবে শিক্ষামেলার আয়োজন করতে পারে তা দেখে আমি অভিভূত। দুর্গম এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ের শিক্ষামেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে। শিক্ষামেলার বিভিন্ন স্টল দেখে আমার ভালো লেগেছে এজন্য যে, পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সৃজনশীলতা রয়েছে। শিক্ষামেলা থেকে আমাদেরও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ মেলায় অনেক উদ্ভাবন, চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। গ্রাম-গঞ্জে বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় এমন মেলা আয়োজন করা উচিত এবং আমি মনে করি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সারা বাংলাদেশে কাজ করা উচিত।

- তাহমিনা খাতুন
বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট

শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাঁচতে হলে জানতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে এ ধরনের আয়োজন ভোলাতে এই প্রথম। এ মেলা আয়োজনের ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিক্ষার্থীরা এ মেলায় এসে আনন্দ উপভোগ করছে। এই আয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করবে এবং ঝরে পড়া রোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শিক্ষামেলা আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।

- সুব্রত কুমার শিকদার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ভোলা

আজকের এই শিক্ষামেলার স্লোগান হচ্ছে 'শিশুশ্রম বন্ধ হোক'। অনেক অভিভাবক আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে তাদের সন্তানকে শিশু বয়সেই কাজে পাঠান। ফলে শিক্ষা থেকে সেই শিশুটি বঞ্চিত হচ্ছে। সে শিক্ষা লাভ না করতে পারায় ভালো কাজ পায় না, দেশের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পারে না। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

জন কেনেডি জাম্বিল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেলান্দহ, জামালপুর

বেইসলাইন প্রতিবেদন

লস্করপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে লস্করপুর ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী লস্করপুর ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৫,৫১৯টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৪,৬১৪টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৪,৭০২ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ২৩,১৪৭ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৪.৪৭ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৫.০২ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৬,৭৬৮ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৩,৩২৪ জন এবং ছেলে ৩,৪৪৪ জন, (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৩,৯৯৫ (মেয়ে ১,৯০২ ছেলে ২,০৯৩) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৩,৮৫৫ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,৮৫৮ জন এবং ১,৯৯৭ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা				
বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,৪৫০	১,৫৬২	৩,০১২	৪৮.১৪
৬ – ১২ বছর	১,৯০২	২,০৯৩	৩,৯৯৫	৪৭.৬১
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৬০৫	১,৮২৩	৩,৪২৮	৪৬.৮২
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৫,৩৮৬	৫,১৬৪	১০,৫৫০	৫১.০৫
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,২২৭	১,২৭৫	২,৫০২	৪৯.০৪
৬০+ বছর	৫২৩	৬৯২	১,২১৫	৪৩.০৫
মোট:	১২,০৯৩	১২,৬০৯	২৪,৭০২	৪৮.৯৬

তথ্যসূত্র: লস্করপুর ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লস্করপুর ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ৬২ জন। অনার্স পাস করেছেন ৭২ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ১৪৯ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৬৮৯ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৪০৬ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৬৩৫ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৮৮৪ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৩,৮৭৬ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৫,৪৬০ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)				
৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,৯৯৭	১,৮৫৮	৩,৮৫৫	৯৬.৫০
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	৯৬	৪৪	১৪০	৩.৫০
মোট:	২,০৯৩	১,৯০২	৩,৯৯৫	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৫৬০	১,৫০১	৩,০৬১	৯৭.১১
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,১১৫	১,৯৯৯	৪,১১৪	৯৩.৪৮
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১২১	১৪৮	২৬৯	২২.০৮

তথ্যসূত্র: লস্করপুর ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী লস্করপুর ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ১৪০ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২৭ জন রয়েছে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১৮ জন এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১৫ জন।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৬৮ (মেয়ে ৩৪, ছেলে ৩৪) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৫৩ (মেয়ে ২৬, ছেলে ২৭) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসাবে ৭৭.৯৪ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৯২.৫৯ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৬৯.৩ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ২৪ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৩.৭ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ৩ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

লস্করপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৮৫৮ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৩৯৫ জন এবং ছেলে ৪৬৩ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৭০৭ জন (মেয়ে-৩৩১, ছেলে- ৩৭৬)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছেলের সংখ্যা বেশি থাকলেও তৃতীয় শ্রেণিতে মেয়ের সংখ্যা বেশি ৪২০ জন ছেলের বিপরীতে ৪২৭ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ৬৯১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৭০ জন ছেলের বিপরীতে ৩২১ জন মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৪৮২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২৬ জন মেয়ে ও ২৫৬ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

লস্করপুর ইউনিয়নের ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৪৭.১ শতাংশ। ৮টি আধাপাকা (২৩.৫ শতাংশ) এবং ১০টি কাঁচা (২৯.৪ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ১৪টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসাবে ৪১.২ শতাংশ। ২০টি (৫৮.৮ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা

বিদ্যালয়েটয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৮	২৩.৫	ব্যবহার উপযোগী	১৯	৫৫.৯
উভয়েই ব্যবহার করে	২৪	৭০.৬	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১৩	৩৮.৩
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	০	০
টয়লেট নেই	২	৫.৯	বন্ধ	০	০
মোট	৩৪	১০০	টয়লেট নেই	২	৫.৮
তথ্যসূত্র: লস্করপুর ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪			মোট	৩৪	১০০

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

লস্করপুর ইউনিয়নের ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ২৩.৫ শতাংশ। ২৪টি বিদ্যালয়ে (৭৬.৬ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ২টি (৫.৯ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

লস্করপুর ইউনিয়নে ৫,৫১৯টি খানায় মোট ২৪,৭০২ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৯.৬ শতাংশ পরিবার খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৭.১১ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় লস্করপুর ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৫,৪৬০ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে লস্করপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ –এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মির্জা কামরুন্নাহার

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ল শত শত শিক্ষার্থী

ঘড়ির কাঁটায় ঠিক দশটা বাজে। একসঙ্গে শত শত শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ল। একসঙ্গে বইপড়ার এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সৃষ্টি হলো ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার জে. কে. এন্ড এইচ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বইপড়া উৎসব। শিশু, কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে বইপড়ার প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয় এ উৎসব। জেলার চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির প্রায় পাঁচশত শিক্ষার্থী এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

বইপড়া উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ রোকনউদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জে. কে. এন্ড এইচ. কে. বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলামসহ জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রধান অতিথি বলেন, বইপড়া উৎসব একটি ব্যতিক্রম উৎসব। এ রকম একটি উৎসবে অতিথি হিসেবে আসতে পেরে আমি গর্বিত। আমি আশা করি, গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ যে উৎসবের সূচনা করল, তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। দেশের তরুণ প্রজন্ম আবারো বই পড়ার প্রতি আগ্রহী হবে এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

বইপড়া উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এসে শিক্ষার্থীরা অনেক আনন্দিত ছিল। এ অনুষ্ঠানে আসতে পেরে সকলেই খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। জামিল

চৌধূরী, খাদিজা আক্তার, তাহিয়া তাবাচ্ছুম, উর্মি ও তাজিম চৌধূরী– এরা সবাই বই পড়ার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করে। সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে বইগুলো পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরে শিক্ষার্থীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন চিঠি পরে চোখের কোনে জল এসে পড়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী সাবরিনার। মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্ট তার মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। বইপড়া উৎসব আয়োজনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এমন সুযোগ।

উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশের চারটি জেলায় বইপড়া উৎসব আয়োজন করে।

মো: মেহেদী হাসান

পিছিয়ে নেই মাহমুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিখবে প্রতিটি শিশুই- এই স্লোগানকে ধারণ করে হবিগঞ্জ 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকায় দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র। তেমনি একটি বিদ্যালয়ের নাম মাহমুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাহমুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি অন্য বিদ্যালয় থেকে পিছিয়ে ছিল। এখন এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ। এই পরিবর্তন সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিনা বেগম বলেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কীভাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা যায় তা ভাবছিলাম, তখন এসেড হবিগঞ্জের কর্মী মাহফুজুর রহমান আমার বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম করার কথা জানান। আমি এবং আমার সহকারী শিক্ষকরা এ কার্যক্রম সম্পর্কে জানার পর রাজি হয়ে যাই। কমিউনিটি স্কোর কার্ড ইন্টারফেস সভা হয়, সেই দিন অনেক অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদুল হক ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল তালুকদার। সকলের উপস্থিতিতে অভিভাবক, শিক্ষক ও এসএমসি সবাই মিলে স্কোর কার্ড সূচকে নম্বর প্রদান করেন। সেই দিন থেকে সবার মাঝে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এর আগে তারা মনে করতেন না যে বিদ্যালয়টি তাদেরও।

এখন বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সুন্দর করে সাজানো ও নামকরণ করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে আছে মনীষীদের ছবি, দেয়ালে লেখা হয়েছে মনীষীদের বাণী, নীতিবাক্য। শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সুন্দর চিত্রাঙ্কন করানো হয়েছে। ডিজিটাল ব্যানারে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, শব্দ, বাক্য লেখা আছে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে আছে শিক্ষা উপকরণ এবং ছোট একটি শহীদ মিনার, যা ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তৈরি করেছে ফুলের

বাগান। শিশুরা খেলা, নাচ, গান, শরীরচর্চা আর আনন্দের মাধ্যমে লেখাপড়া করে থাকে। শিক্ষকরা নিয়মিত সিলেবাস ও শ্রেণি রুটিন অনুসারে পাঠপরিকল্পনা করে পাঠ পরিচালনা করে থাকেন।

শ্রেণিকক্ষে আছে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর পরিচিতি। পরিচিতি এমনভাবে তৈরি করা যে, কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে না এলে তার ছবি ডিসপ্লে হবে না। এর পাশাপাশি যেন ছাত্র-ছাত্রীদের শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয় সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ পানি পানের জন্য প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে পানির ফিল্টার দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকরা যেমন আগ্রহী তেমনি অভিভাবক, এসএমসি সদস্যরাও আন্তরিক। এর পাশাপাশি সার্বিক কাজে সহযোগিতা করছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ মনে করেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার সঙ্গে সকলে একটু সহযোগিতা করলে অবশ্যই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

মাহফুজুর রহমান

কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার মেঘনার কোলঘেঁষে অবস্থিত চাঁচড়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সাল থেকে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে কাজ করে আসছে। এ ইউনিয়নে মোট ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রতিটি বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। চাঁচড়া ইউনিয়নের কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৯৭ সালে ৩৩ শতাংশ জমির উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে টিন শেড দিয়ে তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়টির পাকা ভবন হয়নি। এর মধ্যে বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে জাতীয়করণ করা হয়। বিদ্যালয়টির জরাজীর্ণ দুটি শ্রেণিকক্ষে এত দিন পাঠদান চলছিল। তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার মতো ভালো পরিবেশ ছিল না। এভাবেই চলছিল এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। পরবর্তীকালে কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চাঁচড়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নজরে আসে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক, এসএমসি'র যৌথ উদ্যোগে ইউনিসেফ ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের

অর্থায়নে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে করে কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও একটি শ্রেণিকক্ষ ও একটি অফিসকক্ষ নির্মাণ করা হয়। এখন শিক্ষার্থীরদের লেখাপড়ার সুযোগ ও শিক্ষকদের বসার জায়গা তৈরি হয়েছে। কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই উন্নয়নের ফলে অভিভাবকরাও আনন্দিত।

চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিনোদন ব্যবস্থা

ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখন লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করে আনন্দ উপভোগ করছে। খোরশেদ আলম মিয়াজীর ৫০ শতক জমির উপর ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৯১-'৯২ অর্থবছরে বিদ্যালয়ে একটি একতলা পাকাভবন নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ বরাবরই ভালো ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের বিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আবদুল হাই মাস্টার এসএমসি'র সভাপতি মোঃ আবুল হাসেমের সঙ্গে আলোচনা করেন। এসএমসি'র সভাপতি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ তাজুল ইসলাম মাস্টারের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে তার সহযোগিতা চান। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ তাজুল ইসলাম মাস্টার কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি সদস্যদের নিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ আবদুল

মমিন টুলুর সহযোগিতা চান। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তাদের কথায় খুশি হয়ে শিক্ষার্থীদের বিনোদনের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের মাঠে স্লিপার, দোলনা ও অন্যান্য খেলাধুলার সামগ্রী স্থাপন করে দেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিনোদনের সুযোগ পেয়ে বেশ আনন্দিত। শিক্ষার্থীরা এখন নিয়মিত স্কুলে আসা-যাওয়া করছে, বেড়েছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার।

কমিউনিটির উদ্যোগে পূর্ব বড় চরসামাইয়া স্কুলের মাঠ ভরাট

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের বড় চরসামাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফিরে এসেছে প্রাণের স্পন্দন। ওরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয় মাঠে হৈ-হুল্লোড় আর খেলাধুলা করছে। এতে বিদ্যালয়ে বিরাজ করছে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ। কিছুদিন আগেও এ বিদ্যালয়ে ছিল ভিন্ন চিত্র। বিদ্যালয়ের মাঠ ছিল জলমগ্ন। কাদামাটিতে ভরা ছিল মাঠটি। শিক্ষার্থীরা স্কুলে এসে মাঠে হাঁটাহাঁটি এবং খেলতে না পারায় তাদের মধ্যে ছিল না কোনো প্রাণচাঞ্চল্য। এ বিষয়টি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নজর এড়ায়নি। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিদ্যালয়ের মাঠভরাটের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুসারে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা এ বিষয়টি ইউনিয়নের মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে জানান। চেয়ারম্যান বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মাঠটি ভরাটের জন্য সংশ্লিষ্ট মেম্বারকে দায়িত্ব দেন। এরপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়।

মাঠ ভরাট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বেশ আনন্দিত। তারা এখন মাঠে খেলাধুলা করতে পারছে। কমিউনিটির এ উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এখন অনেক উন্নত হয়েছে।

হারুন উর রশীদ, নাহিদ আহমেদ তারেক

কমিউনিটির দাবির ফলে বিশ্বনাথপুর বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া গ্রামের মধ্যে বিশ্বনাথপুর অন্যতম। এই গ্রামে শিক্ষানুরাগীদের সহযোগিতায় ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৪ জন শিক্ষক রয়েছে। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে এসএমসি, অভিভাবক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। বিদ্যালয়টির সীমানা প্রাচীর না থাকায় নানা রকম সমস্যা হয়। বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ অনুধাবন করে মোনাখালী এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আসকার আলী মিয়া, আশাদুল ইসলাম ও রকিবুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুর রহমান ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ হেমায়েত উদ্দীন বরাবরে বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দাবি জানান। সম্প্রতি মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ঐ বিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর

নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের পরিবেশ আরো সুন্দর হয়েছে। প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে কমিউনিটি কর্তৃক ছয়জন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে চলতি বছরে আমদহ ইউনিয়নের আমদহ, আশরাফপুর, ইসলামপুর, রাইপুর ও খন্দকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এসএমসি সভা ও মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এসব সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকস্বল্পতা থাকায় কমিউনিটি, এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ যৌথভাবে ছয়জন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেয়। বিশেষ করে ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে আটজন শিক্ষকের বিপরীতে চারজন শিক্ষক কর্মরত আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম ও এসএমসি'র সভাপতি মোঃ আব্দুল হান্নান শিক্ষকঘাটতি দূর করার জন্য সরকারের অপেক্ষায় বসে না থেকে এসএমসি, অভিভাবক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে যৌথভাবে সভা করেন। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ দুইজন শিক্ষককে প্রতি মাসে কমিউনিটির অনুদান সংগ্রহ করে তিন হাজার টাকা করে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ বিদ্যালয়ে ২০১৪ সাল থেকে সমাপনী পরীক্ষায়

শতভাগ পাসসহ জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে এ বিদ্যালয়ে একটি ফুলের বাগান, শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে। এসএমসি সভাপতি মোঃ আব্দুল হান্নান বলেছেন, তিনি ওয়াচ গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে উৎসাহ পেয়েছেন এবং শিবরাম বিদ্যালয় দেখে এসে তার আদলে বিদ্যালয় গড়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছেন।

মেহেরপুরের ৪টি ইউনিয়নের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) মেহেরপুর জেলার আমঝুপি, আমদহ, মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমন্বয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরে পড়া রোধ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন করাসহ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ মনে করে, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। সেজন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা ৪টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে ইউপি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দুইজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চারজন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যকে ৪টি ইউনিয়নের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা ইউনিয়ন পরিষদের একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। ইতোমধ্যে এ সদস্যরা শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন, এলাকার বিদ্যালয়গুলোর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ

করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিতে আমঝুপি, আমদহ, মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা জোরালো ভূমিকা রাখছেন বলে ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে।

সাদ আহম্মেদ

কমিউনিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাদে বাগান তৈরি

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে গোলাবাড়ী নামাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অন্যতম। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৩ জন। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুল ড্রেস পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসে। শিক্ষকগণও আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি নিচু জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় সামনের মাঠে বাগান করা সম্ভব হয়নি। তাই কীভাবে বাগান তৈরি করা যায় এ বিষয়টি এসএমসি সভায় আলোচিত হয়। এ বিষয়ে অভিভাবক সমাবেশেও আলোচনা করা হয়। সভায় সকলে বিদ্যালয়ের ছাদে বাগান তৈরির পরিকল্পনা করেন। বাগান তৈরির জন্য অভিভাবক ও এসএমসি সদস্যরা অর্থ সহায়তার অঙ্গীকার করেন। সকলের সহায়তায় দশ হাজার দুইশত টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের ছাদে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করা হয়। আর এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে।

শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

জামালপুরের জোড়খালী ইউনিয়নের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ফুলজোড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য মোঃ আরিফুল ইসলাম। তিনি আপউস-এর মাধ্যমে আদর্শ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এসে এ বিদ্যালয়টিকেও সেই আদলে গড়ে তোলার প্রত্যয় গ্রহণ করেন। এ বিদ্যালয়ে বাগান না থাকায় মোঃ আরিফুল ইসলাম নিজস্ব অর্থায়নে বাগান তৈরি করে দেন এবং বিদ্যালয়ের টয়লেট ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় তিনি টয়লেটটি মেরামত করে দেন। বাগান তৈরিতে তিন হাজার তিনশত টাকা এবং টয়লেটের দরজা মেরামত কাজে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আদর্শ বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এটা বুঝতে পেরেছি যে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভালো না হলে সেখানে লেখাপড়াও ভালো হবে না এবং মেধাবী শিক্ষার্থীও তৈরি হবে না। তিনি বলেন, কমিউনিটির অংশগ্রহণ ছাড়া বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ৭নং সিধুলী ইউনিয়নের একেবারে দোরগোড়ায় অবস্থিত চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের অবস্থা আগে খুব একটা ভালো ছিল না। অভিভাবকরা নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন না, শিক্ষকরা নিয়মিত পাঠদান করতেন না, শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ড্রেস পরে আসত না। শ্রেণিকক্ষ সাজানো-গোছানো ছিল না, নিয়মিত সমাবেশ, এমনকি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও হতো না। কিন্তু কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়টির চিত্র আমূল বদলে গেছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ের মাঠভরাট করা হয়েছে। এখন নিয়মিত সমাবেশ হয়। শ্রেণিকক্ষ সাজানো হয়েছে। অভিভাবকরা এতটাই সচেতন হয়েছেন যে, এবার তারা নিজেদের অর্থায়নে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এ আয়োজনের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেছেন এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তারা প্রায় বারো হাজার টাকা প্রদান করেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি বলেন, কমিউনিটির সহায়তায় বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে আমার খুবই আনন্দিত।

প্রতিবন্ধী রাকিবুল এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে

মোঃ রাকিবুল ইসলাম, জন্ম থেকেই সে শারীরিক প্রতিবন্ধী। কিন্তু তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রতিবন্ধিতাও হার মেনেছে। রাকিবুল মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নের তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রথম শ্রেণি থেকেই সে এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে আসছে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আশঙ্কা হয় রাকিবুল যদি সমাপনী পরীক্ষায় পাস করতে না পারে তাহলে এ বিদ্যালয়ের শতভাগ পাস নিশ্চিত হবে না। কিন্তু এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে রাকিবুল তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং জিপিএ ৩.৩৩ পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। এখন সে হাজরাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে।

আবদুল হাই

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন প্রধান শিক্ষক

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতির বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসারী বেগম সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূল স্রোতধারায় আনতে হলে তাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করতে হবে। আফসারী বেগম উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরে আবেদনের মাধ্যমে এ বিদ্যালয়ের একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য একটি হুইল চেয়ার এবং বাট্টা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য একটি ক্র্যাচ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তিনি সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয়জন এবং বাট্টা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে নিয়মিত অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

শিক্ষার্থীদের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখছেন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যাশা প্রকল্প এলাকায় দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্যাম্পেইন ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কর্মএলাকায় এডভোকেসির ফলে সমাজের বিত্তশালী এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মোতাহার হোসেন খান অরূপ আগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৪০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে স্টিলের টিফিন বক্স বিতরণ করেন। টিফিন বক্স পেয়ে শিক্ষার্থীরা খুবই আনন্দিত। এছাড়া তিনি কলি আক্তার নামে চতুর্থ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করছেন।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের আগে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কী ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায় তা অজানা ছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়নের সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ দায়িত্ব পালন করছে। বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে দেন-দরবার করছে। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদ ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম রুবেল ১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে আগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মা সমাবেশে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের একটি ফুটবল প্রদান করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এ ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফুটবল দিবেন ও শহীদ মিনার তৈরি করবেন।

কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করতে হলে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যালয়ে খোলাধুলার উপযোগী মাঠ ও উপকরণ থাকতে হবে। নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের দামপাড়া হেপীবেবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ছিল খুবই নিচু। বর্ষাকালে সার্বক্ষণিক পানি জমে থাকত। এ কারণে শিশুরা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত থাকত। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ দামপাড়া হেপী-বেবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়নের জন্য এসএমসি'কে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে দেনদরবার করে। পরিশেষে কমিউনিটি এবং স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় উক্ত বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়। এখন শিশুরা খেলাধুলা করতে পারে। পাশাপাশি এসএমসি ও শিক্ষকরা মাঠের একটি অংশে ফুলের বাগান তৈরি করছেন। এতে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশসহ লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতির উদ্যোগে কাবদল গঠন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন বীর মুক্তিযোদ্ধ মোঃ জোবেদ আলী সরদার। তিনি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তাঁর নেতৃত্বে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। কর্মজীবনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি বিদ্যালয়ভিত্তিক কাবদল গঠন ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি কাবদলের সঙ্গে পিটি প্যারেডে অংশ নেন। শারীরিক বিকাশের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের ব্যায়াম শেখান। বর্তমানে তিনি মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপে তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা শিক্ষা বিষয়ক কমিটিতে তাঁকে সংযুক্ত করেন। এছাড়া স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য কমিটিতে তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে নবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবজি বাগান

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের একটি বিদ্যালয় নবাবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গজারিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রপের নানাবিধ উদ্যোগ ও এসএমসি'র সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়টিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও স্থানীয় অভিভাবকদের প্রচেষ্টায় স্থানীয় উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষ সাজানো হয়েছে এবং পাঠ পরিচালনায় উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত মা সমাবেশ ও এসএমসি মিটিং আয়োজিত হচ্ছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। বিদ্যালয়ের আঙিনায় সবজি বাগান করা হয়েছে। বাগানে নানা রকম শাকসবজির পাশাপাশি মাচায় উঠেছে লাউ। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বাগানটি পরিচর্যা করছেন।

টেংরাকান্দি এম. এ. সবুর দাখিল মাদ্রাসায় মিড ডে মিল চালু হয়েছে

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি টেংরাকান্দি এম. এ. সবুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. আ. ছালাম। তিনি শিক্ষাসফরসহ এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগান মাদ্রাসার উন্নয়নে। তিনি মাদ্রাসাতেও চালু করলেন মেড ডে মিল ব্যবস্থা। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আ. রহিম প্রামাণিক এবং শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সদস্যের উপস্থিতিতে মিড ডে মিল কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অভিভাবক, এসএমসি সদস্য ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় মিড ডে মিল কর্মসূচি চলছে।

পূর্ব পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড ইন্টারফেস সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফুলছড়ি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো. আ. রহিম প্রামাণিক। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা এস. এম. কামরুজ্জামান। কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়টিতে এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। এখন এসএমসি সদস্যরা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। মনিটরিং কমিটি শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনাসহ বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করেন। মা সমাবেশে সন্তানের শিক্ষার জন্য মায়েদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ শিক্ষকরা এখন বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

মোঃ মতলেবুর রহমান

বই পড়ার আনন্দে একদিন

সকল শিশু-কিশোর খোলামাঠে বই পড়ায় ব্যস্ত। সবাই একসঙ্গে বই পড়ছে। কেউবা শব্দ করে পড়ছে, কেউবা পড়ছে নিঃশব্দে। বইপড়ার এক অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি হয় সিরাজগঞ্জ জেলার ড. নওশের আলী মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। গণসাক্ষরতা অভিযান বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইপড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার্থীদের কাছে বইপড়ার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আয়োজন করে বইপড়া উৎসব। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর সহায়তায় ৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে জেলার চারটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক কামরুন নাহার সিদ্দিকা। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক কামরুন নাহার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওবায়দুল। সভাপতিত্ব করেন ড. নওশের আলী মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

বইপড়া উৎসবে জেলা প্রশাসক বলেন, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সেই দিক থেকে তরুণদের ফিরিয়ে আনতে এ কর্ম উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। উৎসবে যোগ দেওয়া বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা অনুভূতি ব্যক্ত করেন, এর পাশাপাশি তারা বিভিন্ন দিবসের মতো বাংলাদেশে বইপড়া দিবস চালু করার জোর দাবি উত্থাপন করেন।

বইপড়া উৎসবে আসা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খুবই আনন্দিত। তারা

বই পড়ে তাদের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে। দশম শ্রেণির ছাত্রী তিথি বলে, আমি এই উৎসবে অংশ নিতে পেরে গর্বিত। আমি পড়েছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। আমি মনে করি, বাঙালি হিসেবে সকলের এই বইটি পড়া উচিত।

বইপড়া উৎসবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', আনিসুল হকের 'একাত্তরের একদল দুষ্টু ছেলে', মুহম্মাদ জাফর ইকবালের 'আমার বন্ধু রাশেদ' ও শহীদ জননী জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পাঠের জন্য দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের চারটি জেলায় বইপড়া উৎসব আয়োজন করেছে।

মো: মেহেদী হাসান

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কামারখন্দ উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোছাঃ শামিমা সুলতানা। সভাপতিত্ব করেন ঝাঐল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আলহাজ আব্দুল বাকী সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঝাঐল ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, অভিভাবক, সাংবাদিক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে আগামী বছর যেসকল ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে।

রিজিয়া মকছেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। এসব উদ্যোগের ফলে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে রিজিয়া মকছেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। এ বিদ্যালয়কে মডেল রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক, এসএমসি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির যৌথ প্রচেষ্টার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ফুলের বাগান তৈরি হয়েছে। বাগানের চারপাশে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক, এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ পানির জন্য পানির ট্যাংক, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বিদ্যালয়ের ভেতরে দুইটি বেসিন ও বড় একটি লুকিং গ্লাস বসানো হয়েছে। এছাড়াও অফিস রুম থেকে টয়লেট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

মোঃ শাহ আলম সরকার

বছরের একটি দিনকে বইপড়া দিবস ঘোষণার দাবি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ডিএফআইডি'র সহায়তায় ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে উদয়ন খুলনা জিলা পুলিশ স্কুল মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য বইপড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুনের সভাপতিত্বে উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনার জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা সদর থানার শিক্ষা অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসের প্রতিনিধিত্ব করেন জেলা প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোঃ আহসানুল কবির। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনশ্রী ভান্ডারী, হেড অব এডুকেশন, আশ্রয় ফাউন্ডেশন। বইপড়া উৎসবের উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের সিনিয়র ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাকিবা খাতুন।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, উদয়ন খুলনা জিলা পুলিশ স্কুল, সবুরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী বইপড়া উৎসবে অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা দুই ঘণ্টাব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই পাঠ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বইপড়ার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে বইপড়ার আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্যে এই বইপড়া উৎসব আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মহান স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে বইপড়া উৎসব আয়োজন এবং উৎসবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই বিশেষ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীকে ধন্যবাদ জানান। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি শিক্ষার্থীদের বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এবং মাদককে না বলার শপথ করান। শিক্ষার্থীরা বইপড়ার আনন্দ এবং অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সরকারের কাছে বছরের একটি দিনকে বইপড়া দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানায়।

সাকিবা খাতুন

ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় নারায়ণপুর বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অবকাঠামোগত জীর্ণদশার কারণে বিদ্যালয় ভবনটি দুই বছর যাবত পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও এটিকে অফিসকক্ষ হিসেবে শিক্ষকগণ ব্যবহার করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, গত কয়েক মাস পূর্বে ভবনটির ছাদ খসে একজন সহকারী শিক্ষক মারাত্মক আহত হন। বিদ্যালয়ে ১১২ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। পুরাতন দুটি কাঠ-বাঁশের ঘরে শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় শিক্ষক, অভিভাবক, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি'র অনুরোধে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফেরদাউস মল্লিক ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে বিদ্যালয়ের এ সমস্যা তুলে ধরেন। এ বিষয়ে দেনদরবার করার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট থেকে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ অর্থ ব্যয়ে নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই কক্ষবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়। সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ থাকলে সমাজের যে কোনো সমস্যা নিরসন করা সম্ভব এটি তারই এক বাস্তব চিত্র।

কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে রণজিতের হুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এ বিদ্যালয়ে মোট ১৩৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যালয়টিতে তিনজন শিক্ষক পাঠ পরিচালনা করছেন। এরপরও একজন শিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় এবং প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ততার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষকের পক্ষে কোনোভাবেই সব ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম হাসানের কাছে বিদ্যালয়ের এ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এরপর কমিউনিটি এডকেশন ওয়াচ গ্রুপ উক্ত বিদ্যালয়ে একটি অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করে এবং সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে গোলাম হাসান অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সমাবেশে বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা বিশেষ করে ভবনসহ শিক্ষকস্বল্পতার বিষয় তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে লেখাপড়া থেকে পিছিয়ে পড়ার কথা চিন্তা করে গোলাম হাসান একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম নিয়মিত হচ্ছে।

আনোয়ার আহমেদ

বেইসলাইন প্রতিবেদন

জোড়খালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

মাদারগঞ্জ, জামালপুর

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে জোড়খালী ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোড়খালী ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৮,৯০৯টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০১১ জনসংখ্যাশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৭,৩৭০টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩৭,২৬৪ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ৩২,৭০১ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৪.১৮ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৪৪ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১০,৮০২ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৪,৭৭৮ জন এবং ছেলে ৬,০২৪ জন, যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬-১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৬,৮৫২ (মেয়ে ৩,২৭৭ এবং ছেলে ৩,৫৭৫) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৬,৫৩১ জন বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ৩,১৫৫ জন এবং ৩,৩৭৬ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	২,২৭৩	২,৫১৭	৪,৭৯০	৪৭.৪৫
৬ – ১২ বছর	৩,২৭৭	৩,৫৭৫	৬,৮৫২	৪৭.৮৩
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৬৮৬	২,৬৪১	৪,৩২৭	৩৮.৯৬
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৮,০৭৭	৮,০০৯	১৬,০৮৬	৫০.২১
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,৮১৬	২,০৪৩	৩,৬৬১	৪৯.৬০
৬০+ বছর	৬১২	৯৩৬	১,৫৪৮	৩৯.৫৩
মোট	১৭,৫৪৩	১৯,৭২১	৩৭,২৬৪	১০০

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জোড়খালী ইউনিয়নে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ১০১ জন। অনার্স পাস করেছেন ১৪০ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৩০০ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ১,০৯৯ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৮৪৩ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৬১২ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,২১৬ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,৩৪৪ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ১৫,২৭৬ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,৩৭৬	৩,১৫৫	৬,৫৩১	৯২.৩১
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	১৯৯	১২২	৩২১	৪.৬৯
মোট:	৩,৫৭৫	৩,২৭৭	৬,৮৫২	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৭০৮	২,৫০৫	৫,২১৩	৯৫.১৮
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩,৬৫৪	৩,৩৯৯	৭,০৫৩	৯৩.২৩
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩২৩	২৮০	৬০৩	৩৩.৫২

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোড়খালী ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৩২১ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৪ জন রয়েছে ৮নং ওয়ার্ডে, ৩নং ওয়ার্ডে ৫৯ জন এবং ৭নং ওয়ার্ডে ৪৫ জন।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৯০ (মেয়ে ৩৬, ছেলে ৫৪) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৭২ (মেয়ে ২৯, ছেলে ৪৩) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসাবে ৮০ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৯০ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭৪.২০ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৯ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৩.৫০ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ৩.৩০ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

জোড়খালী ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,৬৬৫ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৭৭৩ জন এবং ছেলে ৮৯২ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১,৩৮৯ (মেয়ে ৬৬৫, ছেলে ৭২৪) জন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছেলের সংখ্যা বেশি থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, যথাক্রমে তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ১,১২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৯৭ জন মেয়ে এবং চতুর্থ শ্রেণিতে ৮৪৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৪৯ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণিতে আবার বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে, সেখানে মেয়ের তুলনায় ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, ৩৭৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৩৯১ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৬১.৩ শতাংশ। ৩টি আধাপাকা (৯.৭ শতাংশ) এবং ৯টি কাঁচা (২৯ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৪টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসাবে ১৩ শতাংশ। ২৩টি (৭৪.২ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। খারাপ অবস্থা ৪টি (১৩ শতাংশ) বিদ্যালয়ের।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ৩২.৩ শতাংশ। ১৯টি বিদ্যালয়ে (৬১.২৯ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ২টি (৬.৪৫ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা

বিদ্যালয়েটয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	১০	৩২.৩	ব্যবহার উপযোগী	৭	২২.৬
উভয়েই ব্যবহার করে	১৯	৬১.২৯	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	২১	৬৭.৭
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	১	৩.২
টয়লেট নেই	২	৬.৪৫	বন্ধ	০	০
মোট	৩১	১০০	টয়লেট নেই	২	৬.৫
তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪			মোট	৩১	১০০

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

জোড়খালী ইউনিয়নে ৮,৯০৯টি খানায় মোট ৩৭,২৬৪ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি যমুনা নদী এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী এলাকা হওয়ায় প্রতি বছর বন্যা প্লাবিত হয়। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৪৯ শতাংশ পরিবার খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৫.১৮ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ১৫,২৭৬ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলো থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে জোড়খালী ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ –এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সমন্বয় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ১০-১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভোলার জিজেইউএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করে। এ সভায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ৮টি সহযোগী সংগঠন ও অভিযানের প্রতিনিধিসহ মোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ হলো আশ্রয় ফাউন্ডেশন, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, এসেড, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সেরা ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন।

অর্জনসমূহ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকরা বাড়িতেও সন্তানের লেখাপড়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।
- বিদ্যালয়সমূহে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন ও দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- নিয়মিত হোম ভিজিট করা হচ্ছে ও ঝরে পড়া রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- স্কুলে শিক্ষার্থী সমাবেশ, মা সমাবেশ ও এসএমসি সভা নিয়মিত হচ্ছে।
- কমিউনিটি, শিক্ষক ও এসএমসি'র সহযোগিতায় গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য বিকল্প শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- সাহস জয়খালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চলাচলের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।
- সাহস মধ্যপাড়া, কেডিসি ও কাপালীডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ থেকে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে।
- জোড়খালী ইউনিয়নের গোলাবাড়ি নামাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে এসএমসি, ওয়াচ গ্রুপ সদস্য এবং শিক্ষকদের সহযোগিতায় ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- উত্তর চতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও উত্তর ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায় নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
- ভেদুরিয়ায় এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে জেলা পরিষদের অনুদানে চরকালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দোলনা, স্লিপার ও অন্যান্য ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- কমিউনিটি ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় আমঝুপি ইউনিয়নে গন্ধরাজপুর, হিজুলী ও ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুল শুরুর আগে বিশেষ ক্লাস শুরু করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত একদিনের শিক্ষামেলায় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সহযোগিতা করায় দুই দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মেহেরপুর প্রকল্প এলাকার ৫০টি বিদ্যালয়ে সমাজিক মূল্যায়ন কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে এবং স্লিপ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।
- জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সঙ্গে ওয়াচ গ্রুপের এডভোকেসির ফলে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য ও পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি আঃ রহিম ২১ জন গরিব শিক্ষার্থীকে বিনা মজুরিতে স্কুল ড্রেস সেলাই করে দেন।
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য শাহাবউদ্দিন চন্দ্রকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ১৪ সেট স্কুল ড্রেস প্রদান করেন।
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিক্ষক ও সকল কমিটির সদস্যের প্রশিক্ষণের অভাব।
- পরীক্ষা চলাকালীন এবং বিশেষ করে বছরের শেষ তিন মাসে স্কুলের সঙ্গে কাজ করা কঠিন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের অব্যবস্থা।
- শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব।
- এসএমসি'র সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা।
- সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিবন্ধীবান্ধব বিদ্যালয় না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে সমন্বিত কর্মসূচি অর্জন ও তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। অভিযানের ব্যবস্থাপনা বিভাগ নতুন ভ্যাট আইন এবং প্রকল্পের বিল-ভাউচারের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের উপায় তুলে ধরে। এছাড়াও ডিউ ডেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের এপ্রিল থেকে জুন ২০১৭ সময়ের কর্মকৌশল, ইউনিটভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মতবিনিময় করেন ইউনিট প্রতিনিধিরা। সমন্বয় সভার দ্বিতীয় দিনে অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অ্যাসেসমেন্ট টুলস ও এর ব্যবহার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

মোঃ আশিক ইকবাল

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী

খুলনার বটিয়াঘাটায় বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ গোলাম হাসান শেখ। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ শাহজাহান। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নির্বাচিত পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির ২৫ জন সদস্য, খুলনা প্রকল্প এলাকার চারটি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ২১ জন সদস্য, শিক্ষক, ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৬২ জন প্রতিনিধি।

এ কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি শ্রেণিকক্ষে যথাযথ ও মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার জন্যও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সকল শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আর এ দায়িত্ব পালনে সরকারকে সর্বাত্মক সহায়তা করা হলো এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মূল কাজ। সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি কেবল স্লিপ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রেণিকক্ষের ভেতরের পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষক ও এসএমসিকে সহায়তা করতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ গোলাম হাসান শেখ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়নের এ বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

কর্মশালায় সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মাধ্যমে নানা সুফল নিশ্চিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্প্রসারণের কারণে ব্যক্তি, জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ প্রত্যাশিতভাবে সম্প্রসারিত হয়নি। এতে প্রাথমিক শিক্ষায় যাবতীয় সরকারি কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ ও নির্দেশনার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় কাম্য উন্নয়নসূচকসমূহ ক্ষেত্রবিশেষে অর্জিত হয়নি। এ বাস্তবতার নিরিখে মাঠপর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনঅংশগ্রহণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে পরীক্ষামূলকভাবে পিইডিপি ১-এর আওতায় 'লোকাল লেভেল প্ল্যানিং-এলএলপি' নামে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছু কার্যক্রম শুরু করা হয়। পিইডিপি ২-এর আওতায় দেশের ৩১৬টি উপজেলা/থানায় বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। স্লিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ৫ সদস্যের সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠিত হয়।

কর্মশালায় সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির গঠন, কার্যক্রম, দায়িত্ব-কর্তব্যসহ স্লিপের নানা দিক তুলে ধরে কমিটির সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণমূলক পারস্পরিক আলোচনা, ব্যক্তিগত ও দলীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত এ কর্মশালায় সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল আলোচিত হয়।

মোঃ আশিক ইকবাল

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd